ধর্ষণের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রসঙ্গ!!

‘ধর্ষণ প্রতিরোধে অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে হলেও শরীয়া আইন প্রয়োগ হোক’—শীর্ষক গতকালের পোস্টকে কেন্দ্র করে আলোচনায় কেউ কেউ ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য ও প্রমাণের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন ও সংশয় দেখা যাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমসাময়িক একটি আলোচনা।

বিশেষ করে বর্তমানে অনেকের মধ্যে এ ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, ইসলামী আইনে ধর্ষণ প্রমাণের ক্ষেত্রেও ব্যভিচারের ন্যায় চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য। অথচ বিষয়টি এতটা সরল বা একমাত্রিক নয়।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে—*ধর্ষণের মতো গোপন ও জবরদস্তিমূলক অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর উপস্থিতি বাস্তবে কতটুকু সম্ভব?* এমন শর্ত আরোপ করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি অপরাধী বিচারের আওতার বাইরে থেকে যাবে না?

মূলত এ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে ইসলামী ফৌজদারি আইনে *‘ব্যভিচার (যিনা)’* এবং *‘ধর্ষণ (ইকরাহভিত্তিক যিনা বা জোরপূর্বক যৌন সহিংসতা)’*—এ দুই অপরাধের প্রকৃতি, প্রমাণপদ্ধতি এবং বিচারিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

কারণ, ইসলামী শরীয়তে ধর্ষণ কেবল সাধারণ *‘যিনা’* বা *স্বেচ্ছায় সংঘটিত ব্যভিচার হিসেবে বিবেচিত নয়*; বরং এটি *বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, সহিংসতা, মানবিক মর্যাদা লঙ্ঘন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিনষ্টকারী এক ভয়াবহ অপরাধ।* ফলে এর প্রমাণনীতি ও বিচারিক কাঠামোও স্বেচ্ছামূলক ব্যভিচারের তুলনায় ভিন্ন ও অধিক বিস্তৃত।

এ কথা সত্য যে, ইসলামী আইনে চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর শর্ত রয়েছে। তবে এ শর্ত মূলত *‘হদ্দে যিনা’* প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অর্থাৎ *স্বেচ্ছায় সংঘটিত ব্যভিচারকে* নির্ধারিত হদ্দশাস্তির আওতায় আনতে অত্যন্ত কঠোর প্রমাণমানদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা এবং মিথ্যা অপবাদ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা।

কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী নারী বা ব্যক্তি অপরাধী নন; বরং তিনি নির্যাতিতা। তাই অধিকাংশ ফকীহ ও সমসাময়িক ইসলামী আইনজ্ঞের মতে, কেবল চারজন সাক্ষী অনুপস্থিত থাকার কারণে ধর্ষণের অভিযোগ বাতিল হয়ে যাবে—এমন ধারণা ইসলামী বিচারনীতির পূর্ণাঙ্গ অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।

বিশেষত মালিকি ফকীহগণসহ বহু ইসলামী আইনজ্ঞ ধর্ষণের ক্ষেত্রে 'কারায়িন' (পরিস্থিতিগত আলামত)-এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। যেমন—*নারীর তাৎক্ষণিক আর্তচিৎকার, শারীরিক আঘাতের চিহ্ন, রক্তপাত, ছেঁড়া কাপড়, গর্ভধারণ, ঘটনাস্থলের আলামত, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ইত্যাদি।*

ইসলামী বিচারনীতিতে আলামতভিত্তিক প্রমাণ ও বাস্তব পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহ.) এবং ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহ.)-এর অভিমত হলো,

ইসলামী বিচারব্যবস্থা কেবল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শক্তিশালী পরিস্থিতিগত আলামত, বাস্তব প্রমাণ এবং বিচারিক অনুসন্ধানকেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী,

সন্দেহের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হদ্দশাস্তি রহিত হতে পারে; তবে সুস্পষ্ট আলামত ও শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থিত থাকলে মানুষের অধিকার উপেক্ষা করা যায় না। বিচারকের দায়িত্ব হলো বাস্তবতা, পারিপার্শ্বিক আলামত এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইসলামী বিচারনীতিতে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিগত আলামত, বাস্তব প্রমাণ ও বিচারিক অনুসন্ধানের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে।

সমসাময়িক ইসলামী আইনজ্ঞ ও গবেষকদের মতে,

ধর্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামী বিচারব্যবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে—

- *ভুক্তভোগীর সুসংগত ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য*
- *শারীরিক আঘাতের চিহ্ন*
- *ডাক্তারি ও ফরেনসিক রিপোর্ট*

- *ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল*
- *রক্ত, বীর্য, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য আলামত*
- *পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য (circumstantial evidence)*
- *অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি*
- *ভিডিও, অডিও ও ডিজিটাল প্রমাণ*
- *প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষ্য*
- *ঘটনার পরপর সাহায্যপ্রার্থনা বা আর্তচিৎকার*

সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ফকীহদের অন্যতম ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী (রাহ.)-এর মতে, ধর্ষণের মতো অপরাধ শরীয়তসম্মত বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং বিচারকার্যে পরিস্থিতিগত আলামত (القرائن) ও মেডিকেল রিপোর্টেরও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

শাইখ ইউসুফ আল-কারযাভী (রাহ.)-এর মতেও, *ধর্ষণ মূলত আগ্রাসন, জবরদস্তি ও সহিংসতামূলক অপরাধ; একে স্বেচ্ছামূলক ব্যভিচারের মতো বিবেচনা করা সঠিক নয়। তাঁর মতে, আধুনিক যুগে ডিএনএ অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।*

এছাড়া ওআইসি অধিভুক্ত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমি তাদের এক সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেছে যে, *ব্যক্তিসত্তা শনাক্তকরণে ডিএনএ প্রায় নির্ভুল একটি বৈজ্ঞানিক মাধ্যম এবং ফৌজদারি তদন্তে এর ওপর নির্ভর করা বৈধ। (আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত, ১৬তম অধিবেশন, মক্কা, ২০০২)*

সমসাময়িক ফকীহদের মধ্যে ফরেনসিক ও ডিএনএ এভিডেন্স-এর শারয়ী অবস্থান নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

একদল আলিম এগুলোকে 'قرينة' (সহায়ক আলামত) হিসেবে দেখেন। অন্যদিকে বহু সমসাময়িক গবেষক এগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে 'دليل مستقل' (স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী প্রমাণ) হিসেবেও বিবেচনা করেছেন, বিশেষত ধর্ষণ, হত্যা ও অপরাধতদন্তের ক্ষেত্রে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—

ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তি সাধারণত দুধরনের হতে পারে—

১. হদ্দ: শরীয়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তি

২. তাযীর: বিচারকের বিবেচনাধীন শাস্তি

চার সাক্ষীর কঠোর শর্ত মূলত ‘হদ্দে যিনা’-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু ধর্ষণের ঘটনায় যদি হদ্দ পর্যায়ের প্রমাণ পূর্ণ না-ও হয়, তবুও শক্তিশালী আলামত, ফরেনসিক রিপোর্ট, মেডিকেল এভিডেন্স, ভিডিও, ডিএনএ, ডিজিটাল প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক তাযীরমূলক কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

অনেক সমসাময়িক ইসলামি আইনবিদের মতে, আধুনিক ফরেনসিক ও ডিএনএ প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ সাক্ষ্যের চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

গতকালের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছিল,

অনেক ইসলামী আইনজ্ঞ ধর্ষণকে কেবল যিনা নয়; বরং *‘মুহারাবাহ’ (সামাজিক নিরাপত্তা বিনষ্টকারী সহিংস অপরাধ)* হিসেবেও দেখেছেন। কারণ, এতে বলপ্রয়োগ, ভয়ভীতি ও মানবিক মর্যাদার চরম লঙ্ঘন রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমাণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয় এবং রাষ্ট্র জননিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে আরও কঠোর শাস্তি আরোপ করতে পারে।

উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো—

নির্যাতিতের সুরক্ষা, মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ, অপরাধ দমন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

অতএব,

‘চারজন সাক্ষী না থাকলে ধর্ষণ প্রমাণই হবে না’—এ ধরনের বক্তব্য ইসলামী ফিকহ, বিচারনীতি ও ঐতিহাসিক বিচারচর্চার পূর্ণাঙ্গ অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং ইসলামী আইন বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও পরিস্থিতিগত প্রমাণকে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত রেখেছে।

ফলে আধুনিক ফরেনসিক, মেডিকেল রিপোর্ট ও ডিএনএ এভিডেন্স—এসব ইসলামী শরীয়তের মৌলিক মাকাসিদ যেমন—প্রাণের হিফাযত, সম্ভ্রমের হিফাযত এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই বহু সমসাময়িক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন।

https://www.facebook.com/share/1csVBjJfRu/